আনুষ্ঠানিকভাবে সম্ভাব্য বাইডেন মন্ত্রিসভার ৬ সদস্যের নাম ঘোষণা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আনুষ্ঠানিকভাবে তার সম্ভাব্য মন্ত্রিসভার ছয় সদস্যের নাম ঘোষণা করেছেন। এদের মধ্যে সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একাধিক পদস্থ কর্মকর্তা রয়েছেন। খবর সিএনবিসি’র।

ইরানের সঙ্গে পরমাণু সমঝোতা স্বাক্ষরকারী সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরিকে জলবায়ু বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধির দায়িত্ব দিয়েছেন জো বাইডেন। নির্বাচনি প্রচারাভিযানের সময় বাইডেন বলেছিলেন, তিনি ক্ষমতা হাতে পাওয়ার প্রথম দিনই আমেরিকাকে প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে ফিরিয়ে নেবেন।

বারাক ওবামার শাসনামলের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বাইডেন প্রশাসনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন এবং জ্যাক সুলিভান পেয়েছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার দায়িত্ব। ব্লিংকেন ও সুলিভান দু’জনই ২০১৫ সালে জন কেরির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে ইরানের সঙ্গে ছয় জাতিগোষ্ঠীর পরমাণু সমঝোতা স্বাক্ষরের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় সোমবার তার মন্ত্রিসভার ছয় সদস্যের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে বলেন, “আমি এমন একটি টিম নিয়ে কাজ করতে চাই যারা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমেরিকার ভাবমর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে আমাকে সাহায্য করবেন যাতে আমি বিশ্বের সামনে থাকা বৃহৎ চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে পারি।”

জো বাইডেন মন্ত্রিসভার অপর তিন সদস্য হলেন অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী আলেজান্দার মায়োরকাস, জাতিসংঘে আমেরিকার স্থায়ী প্রতিনিধি লিন্ডা থমাস-গ্রিনফিল্ড এবং জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক অ্যাভরিল হাইনেস।

তবে বাইডেন এমন সময় তার সম্ভাব্য মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলেন যখন এখনো ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট

ট্রাম্প ও তার নির্বাচনি দল সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেয়নি। তারা বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে কথিত নির্বাচনি জালিয়াতি ও কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। এসব অভিযোগের সবগুলো এরইমধ্যে খারিজ হয়ে গেলেও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন।

ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু করতে রাজি ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনে বিজয়ী জো বাইডেনের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু করতে রাজি হয়েছেন।

তিনি বলেছেন হস্তান্তর প্রক্রিয়া দেখভালের দায়িত্বে থাকা সংস্থার ‘যা করার প্রয়োজন করুক’।

দি জেনারেল সার্ভিস এডমিনিস্ট্রেশন বা জিএসএ বলছে তারা বাইডেনকে ‘আপাত বিজয়ী’ হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে।
মূলত মিশিগানে নির্বাচনের ফল আনুষ্ঠানিকভাবে সার্টিফায়েড হওয়ার পরপরই বাইডেনের জয় চূড়ান্ত স্বীকৃতি লাভ করে।

বাইডেন টিম ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে।

এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, “মহামারি নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনীতিতে গতি আনাসহ জাতির সামনে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় আজকের এই সিদ্ধান্তটি ছিলো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ”।

ট্রাম্প কী বলেছেন
ট্রাম্প এক টুইট বার্তায় বলেছেন ক্ষমতা হস্তান্তরের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় থাকা জিএসএ বাইডেন শিবিরকে জানিয়েছেন যে তারা প্রক্রিয়া শুরু করতে যাচ্ছে।

প্রশাসক এমিলি মারফি বলেছেন তিনি নতুন প্রেসিডেন্টের জন্য ৬৩ লাখ

ডলার অবমুক্ত করেছেন।

তবে ‘ভালো লড়াই’ চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

তিনি বলেছেন, “জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এমিলি ও তার টিমের করনীয় কাজটাই করা উচিত। এবং আমার টিমকেও তাই বলেছি।

মারফিকে ট্রাম্পই জিএসএ প্রধান হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছিলেন।

তিনি নির্বাচনের ফল সার্টিফিকেশন ও আইনি চ্যালেঞ্জসহ সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহকে তার সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন তবে হোয়াইট হাউজের দিক থেকে কোনো চাপের বিষয়টি তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

“আমি পরিষ্কার করতে চাই যে আমি প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত করতে কোনো নির্দেশনা পাইনি,” তিনি বাইডেনকে দেয়া তার চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।

“তবে আমি অনলাইনে, ফোনে এবং ই-মেইলে হুমকি পেয়েছি যাতে আমার নিরাপত্তা, আমার পরিবার, কর্মকর্তা এমনকি আমার পোষা প্রাণীটিকে জড়ানো হয়েছে যাতে সময়ের আগেই আমি সিদ্ধান্ত নেই”।

“এমনকি হাজার হাজার হুমকির মুখেও আমি আইনকে সর্বাগ্রে রাখতে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলাম”।

নির্বাচনের পর রুটিন কাজ হিসেবে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু করতে না পারায় যুক্তরাষ্ট্রের দুই রাজনৈতিক শিবির থেকেই এমিলি মারফির তুমুল সমালোচনা হচ্ছিলো।

ডেমোক্র্যাটরা এটি শুরু করতে তাকে গত সোমবার পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছিলো।

সূত্র: বিবিসি বাংলা

পরাজয় মেনে নিতে ট্রাম্পকে মিত্র ক্রিস্টির অনুরোধ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নির্বাচনে পরাজয় মেনে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন তার মিত্র হিসেবে পরিচিত নিউ জার্সির সাবেক গভর্নর ক্রিস ক্রিস্টি। এছাড়া নির্বাচন বিষয়ে প্রেসিডেন্টকে আইনি সহায়তায় গঠিত দলকে জাতির জন্য বিব্রতকর বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। খবর বিবিসির।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জো বাইডেন ইলেকটোরাল ভোট পেয়েছেন ৩০৬টি। তার বিপরীতে ট্রাম্প পেয়েছেন ২৩২টি। কিন্তু জো বাইডেন জয়ী হওয়ায় নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

ট্রাম্প অভিযোগ করেছেন, ভোটে কারচুপি হয়েছে। তাই তিনি ফলাফল মেনে নেবেন না। নির্বাচনী ফলকে বিতর্কিত করতে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে তার পক্ষ থেকে করা হয়েছে মামলাও। ইতিমধ্যে কিছু মামলা খারিজ করা হয়েছে পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণের অভাবে।

এমন পরিস্থিতিতে নিউ জার্সির সাবেক গভর্নর ক্রিস্টি স্থানীয় সময় রবিবার গণমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পকে নির্বাচনে পরাজয় মেনে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সত্যি বলতে, রাষ্ট্রপতির লিগ্যাল টিমের আচরণ জাতির জন্য বিব্রতকর।

নিজেকে ট্রাম্পের সমর্থক দাবি কেরে নিউ জার্সির সাবেক গভর্নর ক্রিস্টি বলেন, আমি প্রেসিডেন্টকে সমর্থন করি। তাকে দুইবার ভোট দিয়েছি। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল হয়েছে। আর এতে যেটা হয়নি সেটা হয়েছে মনে করে আমরা কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে পারি না।

নাইজেরিয়ায় নামাজের সময় মসজিদে

হামলা, নিহত ৫

নাইজেরিয়ায় এক মসজিদে নামাজের সময় হামলা চালিয়েছে বন্দুকধারীরা। এ সময় ৫ মুসল্লিকে হত্যা এবং আরও ৪০ জনকে অপহরণ করেছে সন্ত্রাসীরা।

রবিবার দেশটির পুলিশ এই তথ্য জানিয়েছে। খবর আনাদোলু এজেন্সির।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জামফারা প্রদেশের মারু জেলার দুস্তেন গারি গ্রামের এক মসজিদে মুসল্লিরা শুক্রবারের নামাজ আদায়ে জমায়েত হলে প্রায় ১০০ জন ‘গরু চোর’ মোটরসাইকেলে করে মুসল্লিদের ওপর গুলি ছুঁড়ে।

ভারতের আপত্তিতে সৌদি আরবের নোট প্রত্যাহার

সৌদি আরবের ২০ রিয়ালের নতুন ব্যাঙ্কনোট নিয়ে গত মাসেই তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল ভারত। জি-২০ সম্মেলন উপলক্ষে ছাপা ওই নোটে জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখকে ভারতের মানচিত্রের বাইরে রাখা হয়েছিল।

বিষয়টি নিয়ে ভারতের আপত্তির পরে সেই নোট অবশেষে প্রত্যাহার করে নিল সৌদি আরব। নতুন ওই নোট ছাপা বন্ধের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি আগে যে সব নোট ছাপা হয়েছিল, তা ফিরিয়ে নেওয়ার কথা জানিয়েছে সৌদি প্রশাসন।

এদিকে আজ শনিবার থেকে সৌদিতে শুরু হচ্ছে জি-২০ সম্মেলন। সেই উপলক্ষেই গত মাসের শেষ দিকে নতুন এই ২০ রিয়ালের নোটটি বাজারে ছাড়ে সৌদি প্রশাসন। নোটের একদিকে সৌদি আরবের রাজা সালমান বিন আবদুল্লাজিজ আল সৌদের ছবি এবং এ বছর জি-২০ সম্মেলনের প্রতীক রয়েছে।

অন্য দিকে বিশ্ব মানচিত্র। আর সেখানেই ভারতের মানচিত্রটি বিকৃত করে ছাপা হয়। এ নিয়ে তখনই আপত্তি জানায় ভারত। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত

আউসফ সৈয়দ বিষয়টি নিয়ে সৌদি প্রশাসনের কাছে ভারতের আপত্তি স্পষ্ট করে দেন। তার পরেই বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসে সৌদি প্রশাসন। অবশেষে সম্মেলন শুরুর ঠিক আগে ওই নোট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ওই নোটটি স্মারক হিসেবে ছাপা হয়েছিল। তা বাজারে ছাড়া হয়নি। ভারতের আপত্তির কথা মাথায় রেখে নতুন নোট ছাপা বন্ধ করার পাশাপাশি সব নোট প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে।

সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

বন বাঁচাতে জার্মানিতে পরিবেশবাদীদের অভিনব বিক্ষোভ

জার্মানির একটি সড়ক প্রশস্ত করার জন্য হেসে রাজ্যের একটি বনের গাছ কাটার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করছেন জার্মানির পরিবেশবাদীরা। তাদের সরিয়ে দিতে পুলিশের বিশেষ বাহিনী কাজ করছে।

জানা যায়, হেসে রাজ্যের ডানেনরোড অরণ্যের পাশে এ-৪৯ মহাসড়ক প্রশস্তের কাজ চলছে। মঙ্গলবার এর বিরুদ্ধে সেই অরণ্যে অবস্থান করছিলেন পরিবেশবাদীরা। বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে অব্যাহত রয়েছে সড়ক নির্মাণ কাজ।

এদিকে বনের গাছ যাতে না কাটা হয় সেজন্য চেষ্টা করছেন এই পরিবেশবাদীরা। কেউ গাছে মাচা বেঁধে, ট্রি হাউজ বানিয়ে, হ্যামক ঝুলিয়ে প্রতিবাদের ভিন্ন পন্থা বেছে নিয়েছেন।

আবার কেউ কেউ রাস্তায় গাছের গুড়ি ফেলে কাজ বন্ধের চেষ্টা করেন। পরিবেশবাদীদের দাবি, আড়াইশ বছর পুরোনো ওক গাছ রয়েছে এই বনে। রাস্তা চওড়া করতে হলে এই গাছগুলো কাটতে হবে। তাই তারা এর প্রতিবাদে সরব হয়েছেন।

অন্যদিকে, গত কয়েক মাস ধরেই পরিবেশবাদীরা বিভিন্ন এলাকায় বন

রক্ষার দাবিতে প্রতিবাদ করে আসছে। তারা বলছে, গাছ কাটার এই পরিকল্পনা জার্মান সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন রোধ নীতির সাথে সাংঘর্ষিক।

সূত্র: ডিডাব্লিউ

ট্রাম্পের পর ইরানের বিষয়ে বাইডেন কী করতে পারেন

যুক্তরাষ্ট্রের নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, “আন্তর্জাতিক সমঝোতার রীতি নীতি ভেঙে পড়ছে।”

তিনি আমেরিকার ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের অঙ্গীকার করেছেন এবং বলেছেন যে সেই কাজটা তিনি খুব দ্রুতই করবেন।

“নষ্ট করার মতো সময় নেই,” এবছরের শুরুর দিকে পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক এক সাময়িকীতে একথা লিখেছেন জো বাইডেন।

এধরনের বিষয়ে কাজের যে লম্বা তালিকা জো বাইডেনের হাতে রয়েছে তার একটি হচ্ছে ইরানের সঙ্গে করা পরমাণু চুক্তিতে পুনরায় যোগ দেওয়া। জয়েন্ট কম্প্রিহেনসিভ প্ল্যান অফ অ্যাকশন বা জেসিপিওএ নামের এই চুক্তিটি সই হয়েছিল ২০১৫ সালে।

এই চুক্তির লক্ষ্য ছিল ইরানের পরমাণু কর্মসূচি সীমিত করা। এতে সই করেছিল ইরান, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য দেশ- চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও জার্মানি এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন।

হোয়াইট হাউসে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পূর্বসূরি বারাক ওবামার শাসনামলের অন্যতম সাফল্য হিসেবে দেখা হয় এই সমঝোতাকে।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ২০১৬ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসার পর পরই এই চুক্তিটি বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী বাকি পক্ষগুলোর আপত্তি সত্ত্বেও শেষ

পর্যন্ত ২০১৮ সালের মে মাসে এই চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে বের করে নিয়ে যান।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এটুকু করেই থেমে থাকেননি, পুরো চুক্তিটি ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যেও সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছেন।

পরের দু’বছর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইরানের ওপর সর্বোচ্চ চাপ দিয়ে গেছেন। নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। কিন্তু তারপরেও ইরানকে দমানো সম্ভব হয়নি। বরং তারা পরমাণু অস্ত্র তৈরির জন্য যেসব প্রযুক্তি প্রয়োজন সেগুলো অর্জনের আরও কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জো বাইডেনের জন্য ইরানের হিসাব মেলানো কঠিন হবে।

জানুয়ারি মাসে দায়িত্ব গ্রহণের পর জো বাইডেন কি পরিস্থিতিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পারবেন? বর্তমান সময় এবং আমেরিকার বিভক্ত রাজনীতির মধ্যে তার পক্ষে কি সেটা করা সম্ভব হবে?

“তার কৌশল খুব পরিষ্কার। কিন্তু সেটা করা সহজ হবে না,” বলেছেন রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইন্সটিটিউটের ইরান বিশেষজ্ঞ আনিসে বাসিরি তাবরিজি।

‘ফিরে যাওয়া নয়’

গত দু’বছর ধরে ইরানের ওপর যেসব নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে সেগুলো থেকে জো বাইডেন বাড়তি কিছু সুবিধা পেতে পারেন, যদি তিনি সেগুলো অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেন।

এ বিষয়ে এখনও তিনি কোন মন্তব্য করেননি। শুধু বলেছেন, চুক্তি অনুসারে ইরানকে কোন কোন বিষয় মেনে চলতে হবে। জানুয়ারি মাসে জো বাইডেন লিখেছিলেন, “তেহরানকে চুক্তিটি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।”

কিন্তু ইরানকে সেটা করতে বাধ্য করানোও যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ চুক্তি থেকে ট্রাম্প প্রশাসনের বের হয়ে যাওয়ার পর ইরান তার নিজের কাজে ফিরে যেতে শুরু করেছে।

পরমাণু কর্মসূচির ওপর নজর রাখে জাতিসংঘের যে সংস্থাটি সেই আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা বা আইএইএ তাদের শেষ প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে চুক্তিতে ইরানকে যতোটুকু ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার

অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তারা তার চেয়েও ১২ গুণ বেশি ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করেছে।

সংস্থাটি এও বলেছে, ইরানকে যে মাত্রায় (৩.৬৭%) ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তারা তারচেয়েও বেশি মাত্রায় সমৃদ্ধ করার কাজ শুরু করেছে।

নিষেধাজ্ঞার জবাবে ইরান তাদের পরমাণু কর্মসূচিতে ফিরে গেছে।

অল্প মাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম বেসামরিক নানা কাজে ব্যবহার করা হয় কিন্তু এর বিশুদ্ধতার মাত্রা বেশি হলে সেটা পরমাণু বোমা তৈরির কাজে ব্যবহার করা হতে পারে আর সেটা নিয়েই পশ্চিমা দেশগুলোর উদ্বেগ।

কিন্তু ইরানের কর্মকর্তারা বার বার বলছেন, প্রয়োজন হলে তারা আবার পুরনো চুক্তিতে ফিরে যেতে পারেন। কিন্তু কথা হল এর মধ্যে তারা গবেষণায় যে অগ্রগতি ঘটাবে সেটা তো আর মুছে ফেলা যাবে না।

“আমরা তো পেছনে যেতে পারবো না,” বলেন আলী আসগর সুলতানিয়েহ, জাতিসংঘের পরমাণু বিষয়ক সংস্থায় ইরানের সাবেক দূত।

তিনি বলেন, “এখন আমরা একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে পৌঁছে যাচ্ছি এবং আমরা এখন এই জায়গাতেই আছি।”

রাজনৈতিক চাপ
এর মধ্যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঝড় সামাল দিয়েছে ইরান। এখন তাদের নিজেদেরও কিছু দাবি আছে। ইরানি কর্মকর্তারা বলছেন, যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তাতে শুধু নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়াই যথেষ্ট হবে না।

ইরান আশা করছে, আড়াই বছরের নিষেধাজ্ঞার কারণে তাদের যেসব অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে সেটা পুষিয়ে নিতে তাদেরকে ক্ষতিপূরণও দিতে হবে।

ইরানে আগামী বছরের জুন মাসে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। তার আগে সংস্কারবাদী ও কট্টরপন্থী শিবিরগুলো এ বিষয়ে তাদের অবস্থান তুলে ধরতে শুরু করেছে।

নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরানি মুদ্রার মূল্য কমে গেছে। বেড়ে গেছে মুদ্রাস্ফীতি।

ইরানের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হওয়ার কারণে প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানির জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছে। এখন নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার মাধ্যমে জো বাইডেন কি প্রেসিডেন্ট রুহানির সম্ভাবনা চাঙ্গা করার চেষ্টা করবেন?

তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নাসের হাদিয়ান-জ্যাজি বলেছেন, দায়িত্ব গ্রহণের আগেই জো বাইডেনকে এ বিষয়ে তার অবস্থান পরিষ্কার করতে হবে।

“আনুষ্ঠানিক বার্তা দিয়ে তাকে বলতে হবে কোন ধরনের শর্ত ছাড়াই খুব দ্রুত তিনি জেসিপিওএ চুক্তিতে ফিরে যাবেন। এটুকুই যথেষ্ট হবে।”

তিনি বলেন, বাইডেন যদি এটা করতে ব্যর্থ হন তাহলে ইরান, যুক্তরাষ্ট্র এবং ওই অঞ্চলের ষড়যন্ত্রকারীরা চুক্তির বিষয়ে এই দুটো দেশের মধ্যে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সমস্যা তৈরি করতে পারে।

তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে জো বাইডেনের এখানে কিছু করার ক্ষমতা হয়তো সীমিত। জেসিপিওএ চুক্তির পক্ষে বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে দলীয় অবস্থান পুরোপুরি বিভক্ত। বেশিরভাগ রিপাবলিকান এই চুক্তির বিরোধী।

এছাড়াও ওয়াশিংটনে ক্ষমতার ভারসাম্য কী হবে এবং নতুন প্রশাসন কতটা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে সেটা জানুয়ারি মাসে সিনেটের বাকি নির্বাচনের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে।

নতুন জোট
জেসিপিওএ চুক্তিটি কখনো কোন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ছিল না। এর সঙ্গে আরো যেসব দেশ যুক্ত রায়েছে- রাশিয়া, চীন, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, জার্মানি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের ভূমিকা রয়েছে এর ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ক্ষেত্রে।

বিশেষ করে চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী ইউরোপের দেশগুলো এ নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং জার্মানি ট্রাম্প প্রশাসনের আমলেও চুক্তিটিকে বাঁচিয়ে রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে।

ফলে এই তিনটি দেশ চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের পুনরায় ফিরে আসার সমঝোতার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

তবে লন্ডন, প্যারিস এবং বার্লিনে অনেকেই মনে করছেন বিশ্ব পরিস্থিতি আর আগের জায়গাতে নেই এবং পুরনো চুক্তিতে যে খুব সহজেই ফিরে যাওয়া যাবে সেই সম্ভাবনা কম।

“ইউরোপের তিনটি দেশ এখন জেসিপিওএ চুক্তির পরবর্তী সমঝোতার ওপর জোর দিচ্ছে,” বলেন আনিসে বাসিরি তাবরিজি।

তিনি বলেন, এরকম কোন চুক্তি হলে ইরানের আঞ্চলিক তৎপরতা এবং ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করাসহ দেশটির পরমাণু কর্মসূচি সীমিত করে দেওয়ার জন্যেই সেটা করা হবে। কারণ বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে।

কিছু আঞ্চলিক শক্তি, যারা জেসিপিওএ চুক্তির বিরোধিতা করেছিল, যেমন ইসরায়েল, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং বাহরাইন- তারা সম্প্রতি নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য কিছু চুক্তিতে সই করেছে।

এসব সমঝোতা হয়েছে ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যস্থতায়। ফলে এসব দেশ কী চায় সেটা উপেক্ষা করাও এখন কঠিন হবে।

সম্প্রতি তেল আভিভ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট ফর ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্টাডিজের এক সেমিনারে বক্তব্য দিতে গিয়ে ওয়াশিংটনে আমিরাতের রাষ্ট্রদূত ইউসেফ আল-ওতাইবা বলেছেন, “আমরা যদি আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপার নিয়ে সমঝোতা করতে চাই তাহলে আমাদেরকে সেখানেও যেতে হবে।”

তার এই কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে ওই ইন্সটিটিউটের পরিচালক আমোস ইয়াদলিনের কথাতেও। তিনি বলেছেন, “মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের অন্যান্য মিত্রদের সাথে নিয়ে ইসরায়েলও ওই আলোচনায় থাকতে চায়।”

সৌদি আরবের বাদশাহ সালমানও ইরানের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সমাজের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

এসব মতামত ও অবস্থানকে গুরুত্ব দিয়ে ইরানের সঙ্গে করা চুক্তিতে ফিরে যাওয়া নতুন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জন্যে খুব একটা সহজ হবে না। সব পক্ষের চাওয়া পাওয়া একসাথে মেলানোর কূটনীতি তার জন্য রুবিক্স কিউব মেলানোর মতোই কঠিন হবে।

ভুলে গেলে চলবে না যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়াদ এখনও শেষ হয়ে যায়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ মাধ্যমে খবর বেরিয়েছে, গত সপ্তাহে ট্রাম্প ইরানের পরমাণু স্থাপনায় আক্রমণের বিষয়টি নিয়ে তার উপদেষ্টাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু উপদেষ্টারা তাকে এই কাজ করা থেকে বিরত রেখেছেন।

কিন্তু নির্বাচনে পরাজয়ের পরেও আন্তর্জাতিক রীতি নীতি উপেক্ষা করে ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে নতুন নতুন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন এবং আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি দিচ্ছেন।

তবে জানুয়ারি মাসে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার আগে ট্রাম্প যা কিছুই করুন না কেন এটা পরিষ্কার: জো বাইডেনের জন্যে তিনি পরিস্থিতি আরও কঠিন করে রেখে যাওয়ার চেষ্টা করবেন।

ফলে এই সময়ের মধ্যে ইরানের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র কী করবে সেটা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।

সূত্র: বিবিসি বাংলা

ইরাকে রকেট হামলার জন্য ইরানকে অভিযুক্ত করল যুক্তরাষ্ট্র

ইরাকের রাজধানী বাগদাদের গ্রিন জোনে মার্কিন দূতাবাসের কাছে রকেট হামলার জন্য ইরানের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে মার্কিন সরকার। বাগদাদের মার্কিন দূতাবাস গতকাল বুধবার এক বিবৃতি প্রকাশ করে দাবি করেছে, মঙ্গলবার রাতে বাগদাদের গ্রিন জোনে যেসব রকেট আঘাত হেনেছে তা ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলো নিক্ষেপ করেছে।

ইরাক সরকার জানায়, মঙ্গলবার রাতে বাগদাদের মধ্যাঞ্চলে কে বা কারা সাতটি রকেট নিক্ষেপ করে। এগুলোর মধ্যে চারটি রকেট নগরীর কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টিত গ্রিন জোনে আঘাত হানে। এতে এক শিশু নিহত ও পাঁচ বেসামরিক ব্যক্তি আহত হয়। বাগদাদের কূটনৈতিক পাড়া হিসেবে পরিচিত এই গ্রিন জোনে মার্কিন দূতাবাস অবস্থিত।

বাগদাদস্থ মার্কিন দূতাবাস এবং ইরাকে মোতায়েন সন্ত্রাসী মার্কিন

সেনাদের ঘাঁটিতে গত কয়েক মাসে বেশ কয়েক দফা রকেট হামলা হয়েছে। ইরাকের বেশিরভাগ জনগণ তাদের দেশ থেকে সব মার্কিন সেনা প্রত্যাহার চায় এবং দেশটির পার্লামেন্ট গত জানুয়ারি মাসে ইরাক থেকে মার্কিন সেনা বহিষ্কারের আইন পাস করে রেখেছে। সূত্র: পার্সটুডে

বাইডেনকে মোদির ফোন: কথা হল যেসব বিষয় নিয়ে

আগেই শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। তবে জো বাইডেনের সঙ্গে কথোপকথন হয়নি। অবশেষে নব-নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনালাপ সারলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। করোনাভাইরাস মহামারী, জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সহযোগিতার মতো বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন তারা।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১১টা ৪০ মিনিট নাগাদ টুইটারে মোদি বলেন, “অভিনন্দন জানানোর জন্য নব-নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে ফোনে কথা বললাম। ইন্দো-মার্কিন কৌশলগত সম্পর্কের প্রতি আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় জোর দিলাম। করোনাভাইরাস মহামারী, জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সহযোগিতার মতো বিষয়ে দু’পক্ষের অগ্রাধিকার এবং উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা করলাম।”

মোদি এবং বাইডেন আর কী কী বিষয়ে কথা বলেছেন সে ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে এখনও কিছু জানানো হয়নি। তবে ট্রাম্প-পরবর্তী মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে যে আলোচনা চালিয়ে যাবে ভারত, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন মোদি। বরাবরই প্যারিস জলবায়ু চুক্তি নিয়ে বিস্তর অভিযোগ তুলেছেন বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভারত-চীনের মতো দেশকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে বলে গোঁসা করেছেন। এমনকী প্যারিস চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি হাতড়াতে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের নির্বাচনী প্রচারে ভারতকে ‘নোংরা’ বলেছিলেন ট্রাম্প। সেই সময়ও ভারতকে ‘বন্ধু’ হিসেবে ট্রাম্পকে কটাক্ষ করেছিলেন বাইডেন।

সেক্ষেত্রে প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে আবারও আমেরিকার স্বাক্ষরের সম্ভাবনাও আছে বলে মত সংশ্লিষ্ট মহলের।

ভারত-মার্কিন পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি বাইডেনের ডেপুটি কমলা হ্যারিসকেও অভিনন্দন জানান মোদি। টুইটারে সে কথা জানিয়ে মোদি বলেন, “নব-নির্বাচিত মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকেও উষ্ণ অভিনন্দন জানানোর কথা বলেছি। প্রাণবন্ত ভারতীয়-মার্কিন গোষ্ঠীর কাছে তার সাফল্য অত্যন্ত গর্বের এবং অনুপ্রেরণামূলক। যারা ইন্দো-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি।” সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

ভোটের ফল নিয়ে দ্বিমত, সাইবার সিকিউরিটির প্রধানকে বরখাস্ত করলেন ট্রাম্প

এবার মাকির্ন সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিকিউরিটি এজেন্সির (সিআইএসএ) প্রধান ক্রিস ক্রেবসকে বরখাস্ত করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

মঙ্গলবার রাতে ক্রেবসকে বরখাস্ত করেন ট্রাম্প।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, নির্বাচনের অখণ্ডতা নিয়ে ‘অত্যন্ত ভুল’ মন্তব্য করেছিলেন ক্রিস ক্রেবস। সে কারণেই তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

৩ নভেম্বরের সিআইএসএর পক্ষ থেকে নির্বাচনকে, ‘যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে সুরক্ষিত নির্বাচন’ বলে বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল। নির্বাচনে কোনো ভোট মুছে যাওয়া, বাতিল হওয়া বা অন্য কোনো ধরনের জালিয়াতির প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে বলা হয়েছিল।

সিআইএসএর পক্ষ থেকে এমন বিবৃতি আসায় ক্ষুব্ধ হন ট্রাম্প। মঙ্গলবার রাতে ক্রেবসকে বহিষ্কারের কথা জানিয়ে ট্রাম্প আবার তার

টুইট বার্তায় দাবি করেন, ভোটে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে।

গত ৩ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনের পর থেকেই ভোট জালিয়াতির অভিযোগ তুলে আসছেন ট্রাম্প। এই নির্বাচনে ৩০৬টি ইলেকটোরাল ভোট পেয়ে জয় নিশ্চিত করেছেন বাইডেন। অপরদিকে ট্রাম্প পেয়েছেন ২৩২টি ভোট।

মার্কিন গণমাধ্যমগুলোতে এর মধ্যেই বাইডেনকে জয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু নিজের পরাজয় কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না ট্রাম্প। তিনি নির্বাচনের ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।